

is true that the State has reserved to itself the right of inflicting physical pain, and has delegated a very small portion of the right to teachers, guardians and parents, and to all persons in case of self-defence ; while the moral duties could be enforced by society only by the infliction of ideal pain, though in some cases sensational pains would be more effective. But on obvious grounds this arrangement appears to be good.

P. L. B.

ফুটবল ।

“ Misery still delights to trace
Its semblance in another's case ”—Cowper.

(১)

মাঠের মাঝারে ঐ কেবা বেগে ধায় ?
এদিক্ ওদিক্ কেন ছুটিয়া বেড়ায় ?
কিবা নাম কোথা ধাম জিজ্ঞাসি সবায়,—
শুনি সবে ওকে নাকি “ফুটবল” কয় ।

(২)

কি হেতু বিকৃত দেহ বল ফুটবল ?
হস্ত পদ আদি কোথা ইন্দ্রিয় সকল ?
কেন বা ছুটিছ সদা আছাড়ি আছাড়ি ?
কোন্ মনোহুখে ভাই দাও গড়াগড়ি ?

(৩)

সবাই ছুটিছে বেগে কেন তব পিছে ?
পদাঘাতে কেন সবে তোমায় তাড়িছে ?
অপরাধ কিবা তব আছে গুরুতর ?
যার তরে পাও শাস্তি'বল নিরস্তর ?

(৪)

(ওদের) নাহি কি সম্বন্ধ কিছু তোমা সনে হার ?
দেখিলেই শুধু করে বিষম প্রহার !
ভাই বুঝি হস্ত পদ প্রহারে প্রহারে
প্রবিষ্ট কীচক সম দেহের মাঝারে ।

(৫)

ব্যথিত হইয়া প্রাণে একের দাপটে
জানাও যদি বা দুঃখ অন্তের নিকটে ।
সেও যে তাড়ায় তোরে আঘাতি চরণে,
আশ্রিতের প্রতি হায় নিদয় কেমনে !

(৬)

পলাইয়া যদি চায় বাঁচাইতে প্রাণ
তাতেও যে অভাগার নাই পরিত্রাণ,—
অমনি ধরিয়া সবে হইয়া মণ্ডলী
“Out” বলিয়া দেয় আছাড়িয়া ফেলি ।

(৭)

হঠাৎ তোমায় ছাড়ি বলে সবে “Goal”
আমি ভাবি তোমারও বা মিটে গেল গোল !
কিন্তু হায় দেখি ফিরে রাখিয়া “Centre”-এ
ঘোর অত্যাচারে পুনঃ যোগদান”করে ।

(৮)

“মেরোনা মেরোনা আর হওগে সদয়
অভাগার ক্ষীণ প্রাণে বল কত সয় ?
জর্জরিত তনুখানি হইয়াছে ম্লান
এখনি ফুরাবে তার দগধ পরাণ ।”

(৯)

অকস্মাৎ আর ত্বারে দেখিতে না পাই
শূন্য মনে শূন্য প্রাণে চারিদিকে চাই—
খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি যতক Player
ঘেরিয়া বসিয়া আছে সখারে আমার ।

(১০)

শশব্যস্তে গিয়া দেখি হইয়া হতাশ—
ধীরে ধীরে ছাড়ে সখা ঘন ঘন শ্বাস ;
জিজ্ঞাসিলে বলে সবে “Leak” হয়ে গেছে ;
তা ত নয় প্রাণবায়ু বাহির হ’তেছে !

(১১)

ফুটবল প্রাণ এবে ফুরাইল হয় !
শিথিল স্নগোল তনু ধরায় লুটায় ।
আত্মবলিদান করি পরসুখ লাগি
ত্যজিল এ পাপ ধরা কীর্তি বহু রাখি ॥

(১২)

যাও তবে, যাও ভাই ত্রিদিব ভবন,
যথায় পশে না কভু সংসার পীড়ন ।
ফুলমনে ভুঞ্জ সুখ নিত্য নিরাময়,
বহু কষ্ট পাইয়াছ নখর ধরায় ॥

(১৩)

“আমিও তোমার মত ঘেন বিসর্জিতে
পারি এই তুচ্ছ প্রাণ পরহিত ব্রতে”—
শিখাতে কি এই নীতি মুগ্ধ মানবে
স্বরগ ছাড়িয়ে দেব এসেছিলে তবে ?

(১৪)

তোমাতে যেরূপ করে চরণে দলন
সেইরূপ হতভাগ্য বাঙ্গালী জীবন ;—
আমারও লনাটে সখে ! আছে হে বরাত
খেত পদ যুগলের ‘সবুট’ আঁধাত ।

(১৫)

সমদুঃখী যদি কভু মিলে, আপনার
প্রকাশিয়া হয় হাস নিজ দুঃখ ভার ।
সেই হেতু মনোব্যথা জানাই তোমায়,
ক্রম অপরাধ যদি করে থাকি তায় ॥

PRAMATHA NATH BANDYOPADHYAYA,

Fourth year class.